ক্যালকাটা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা সরকার

২০২৩ সালের এর সি. ও. ১২৮০

কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

বনাম

বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্যঃ — শ্রী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রী প্রোবাল মুখোপাধ্যায়,
শ্রী অভিষেক গুহ,
শ্রী সিরসন্য বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীমতী আকনশা চোপড়া।

বিরোধী দল নং. ১-এর জন্যঃ — শ্রী অভ্রয়জিৎ মিত্র,
শ্রী সতদীপ ভট্টাচার্য,
শ্রী সঞ্জীব কে. আর. ত্রিবেদী,
শ্রীমতী ইরান হাসান,
শ্রী সংকেত সারাঙ্গি

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ৩১.০৭.২০২৩

রায়ঃ ১৭.১০.২০২৩

বিচারপতি শম্পা সরকার:-

১. ২০২০ সালের অর্থ মামলা নং. ০৮-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ২০২২ সালের আই. এ. নং. ০৭-এর আলিপুরের বিজ্ঞ বিচারক, বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক গৃহীত ২০২২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের একটি আদেশ থেকে এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি উত্থাপিত হয়েছে।

২. আদেশের আপত্তির ভিত্তিতে, বিজ্ঞ বিচারক আসামী/আবেদনকারীর দায়ের করা আবেদনটি ২০২২ সালের আই.এ. নং ০৭ হিসেবে খারিজ করে দেন এবং পাল্টা দাবি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৩ জুলাই, ২০২২ তারিখের একটি আবেদনের মাধ্যমে, আসামী নং ১/কেএমডিএ প্রয়োজনে মূল্য নির্ধারণের আদালতের ফি প্রদানের নির্দেশে পাল্টা দাবি গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। পাল্টা দাবির মূল্য ছিল ৭২.২১১ কোটি টাকা। খারিজের কারণ ছিল মামলাটি অগ্রগতি লাভ করেছে এবং সাক্ষ্যগ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে।

এই ধরনের বিলম্বিত পর্যায়ে পাল্টা দাবি গ্রহণের জন্য বিবাদী নং. ১/বাদী দ্বারা কোনও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একটি বাণিজ্যিক মামলায়, নির্ধারিত সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। বাণিজ্যিক আদালতের আইন, ২০১৫ ঘোষণার পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মামলাগুলির বিচারাধীনতা হ্রাস করা এবং দেশে মূলধন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করা যাতে সহজে ব্যবসা করা যায়।

৩. অভিযুক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, ২০২২ সালের এফ. এম. এ ১৩৭৯ হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আপিল বিভাগে দায়ের করা হয়েছিল। এই আদেশটি দেওয়ানি কার্যবিধির ৪৩ নং. আদেশের বিধানের আওতায় আসে না বলে মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনটি খারিজ করে দেয়। মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীর আইন অনুসারে তার প্রতিকার অনুসরণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। তদনুসারে, পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। পুনর্বিবেচনার আবেদনে, বিদ্বান বিচার বিচারকের আদেশকে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে আক্রমণ করা হয়েছিলঃ -

(ক) পাল্টা দাবি দায়ের করার ক্ষেত্রে বিলম্ব, যদি থাকে, তা ক্ষমা করা উচিত ছিল, কারণ কোভিড-১৯ মহামারীর সময় মামলাটি চলছিল। মামলা দায়ের এবং কার্যধারার সীমাবদ্ধতার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মাননীয় শীর্ষ আদালত এবং হাইকোর্টের আদেশ প্রয়োগ করা উচিত ছিল।

(খ) যেহেতু আইনসভা সচেতনভাবে বাণিজ্যিক মামলার ক্ষেত্রে পাল্টা দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে কোনও সীমাবদ্ধতার সময়সীমা নির্ধারণ করা বাদ দিয়েছিল, যদিও দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধন করে লিখিত বিবৃতি দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তাই পাল্টা দাবিটি বিজ্ঞ আদালতের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত ছিল, এমনকি দেরিতে হলেও।

(গ) বিজ্ঞ বিচারক বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে বিলম্বের সময়কাল গণনা করার সময় ১৫ই মার্চ, ২০২০ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২-এর মধ্যে সময়কাল বাদ দেওয়া হয়েছিল। ২০২০ সালের *স্বতঃপ্রণোদিত* রিট পিটিশন (দেওয়ানি) নং. ৩-এ মাননীয় শীর্ষ আদালতের রায় বিবেচনা করা হয়নি। দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৮ বিধি ৬এ-এর অধীনে পাল্টা দাবি দায়ের করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দ্বারা এই সময়কাল নষ্ট বা নষ্ট হিসাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল না।

(ঘ) বিষয়গুলি গঠনের পরে পাল্টা দাবি দায়ের করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু প্রমাণ শেষ হওয়ার আগে। যখন বিদ্বান বিচার আদালত উভয় পক্ষের সাক্ষীদের প্রমাণ নথী করার কাজ শেষ করার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী কমিশনারকে মেয়াদ বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছিল, তখন পাল্টা দাবি গ্রহণ করা উচিত ছিল কারণ সাক্ষীর পদক্ষেপ সম্পূর্ণ হয়নি।

(ঙ) বিদ্বান বিচারক এই বিষয়টি বিবেচনায় নেননি যে, কিছু বিষয় মুছে ফেলার জন্য বিরোধী পক্ষ নং. ১-এর দায়ের করা আবেদনটি বিচারাধীন থাকায় বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হয়নি।

(চ) অভিযোগ সংশোধনের জন্য একটি আবেদনও বিচারাধীন ছিল।

৪. সংক্ষেপে তথ্য হলো, ১৬ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে, বাণিজ্যিক মামলাটি ২০২০ সালের মানি স্যুট নং ০৮ হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল। বিপরীত পক্ষ নং ১ কর্তৃক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনকারী ১৮ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছিলেন।

লিখিত বিবৃতির ৯ এবং ১২ অনুচ্ছেদে, আবেদনকারী পাল্টা দাবি দাখিল করে ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। লিখিত বিবৃতি গ্রহণের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন, আই.এ. নং- ২ / ২০২১ দাখিল করা হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, আই.এ. নং- ২ / ২০২১ মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং লিখিত বিবৃতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ২১ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে, বিজ্ঞ আদালত বিষয়গুলি তৈরি করে এবং পক্ষগুলির সাক্ষীদের সাক্ষ্য রেকর্ড করার জন্য একজন অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগ করে। ৪ জুন, ২০২২ তারিখে, বিপরীত পক্ষ/বাদী কিছু বিষয় বাদ দিয়ে সংশোধনের জন্য ২০২২ সালের আই.এ. নং .04 দায়ের করে। ৯ জুন, ২০২২ তারিখে বিপরীত পক্ষ/বাদী অভিযোগ সংশোধনের জন্য ২০২২ সালের আই.এ. নং .5 দায়ের করে। ৬ জুলাই, ২০২২ তারিখে, বিপরীত পক্ষ/বাদী আদেশ ৭ বিধি ১৪ এবং আদেশ ১১ বিধি ১ (৫) এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেন, যা ২০২২ সালের আই.এ. নং ৬ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। ১৩ জুলাই, ২০২২ তারিখে, বিবাদী নং ১/ আবেদনকারী ৭২.২১১ কোটি টাকার বিলম্বিত পাল্টা দাবি দাখিলের অনুমতি চেয়ে ২০২২ সালের আই.এ. নং ০৭ দাখিল করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে, উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং পাল্টা দাবি গ্রহণ করা হয়নি। ২৫ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের আদেশে, বিজ্ঞ বিচার আদালত কমিশনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী কমিশনারকে সময় বৃদ্ধি করে।

৫. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে পাল্টা দাবির মাধ্যমে ক্ষতির দাবির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভিত্তি ১৮ জানুয়ারী, ২০২১-এ দায়ের করা লিখিত বিবৃতিতে রাখা হয়েছিল। আবেদনকারী পাল্টা দাবি দায়ের করার অধিকার সংরক্ষণ করেছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১-এর আদেশ

অনুসারে, বিজ্ঞ আদালত লিখিত বিবৃতিটি গ্রহণ করেছে। বিবাদীর দেখানো কারণগুলি নং. ১/আবেদনকারী লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে যে বিলম্ব হয়েছে তার জন্য যথেষ্ট পাওয়া গেছে। তদনুসারে, ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে দায়ের করা লিখিত বিবৃতি গ্রহণের আবেদনটি নীচের আদালত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং মামলা পরিচালনার শুনানির জন্য ১৭ জানুয়ারী, ২০২২ নির্ধারণ করা হয়েছিল।

৬. শ্রী ব্যানার্জি অনুরোধ করেন যে লিখিত বিবৃতি গ্রহণ করার অর্থ হল লিখিত বিবৃতি দাখিলের পরে আবেদনকারীকে কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে পাল্টা দাবি দায়ের করার অনুমতি দেওয়া। বাণিজ্যিক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, বিদ্বান বিচার আদালত যথেষ্ট ন্যায়বিচার দিতে অবহেলা করে। লিখিত বিবৃতি দাখিলের দেড় বছর পরেও পাল্টা দাবি গ্রহণ করা হলে বাদী কোনওভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট হবেন না। বিদ্বান আদালত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি বিবেচনা করেনি, যার কারণে বিলম্ব হয়েছিল। বিতর্কিত আদেশে ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। অভিযোগ সংশোধন এবং বিষয়গুলি মুছে ফেলার জন্য আবেদনগুলি মুলতুবি ছিল। এই জাতীয় আবেদনের মুলতুবি থাকা ইঙ্গিত দেয় যে মামলাটি যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেনি। সাক্ষী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি।

৭. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, ২০০৮ সালের এ. আই. আর এস. সি ৬৯০-তে রাজস্থান রাজ্য বনাম গণেশ লালের বিষয়ে বিদ্বান বিচারিক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করা ভুল ছিল। এটি কোনও সাধারণ নিয়ম ছিল না যে সমস্ত ক্ষেত্রেই বিষয়গুলি গঠনের আগে পাল্টা দাবি দায়ের করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, বিদ্বান বিচারক বর্তমান মামলার পটভূমি নিয়ে আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা উচিত ছিল। মামলার অনুপাত তথ্যের সঙ্গে মাননীয়া শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে অভিযুক্ত আদেশে আলোচনা করা হয়নি। লর্ড ডেনিং-এর একটি পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করে বিদ্বান উকিল বলেন যে,

একটি অতিরিক্ত বা ভিন্ন তথ্য দুটি মামলার উপসংহারে পার্থক্য তৈরি করতে পারে। উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করে মামলাগুলির নিষ্পত্তি আইনত অগ্রহণযোগ্য ছিল। প্রতিটি মামলা তার নিজস্ব তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং একটি মামলা এবং অন্যটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য যথেষ্ট ছিল না। একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ একটি মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরো দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করবে। পরিস্থিতিগত নমনীয়তার জন্য অবশ্যই জায়গা থাকতে হবে। একটি আদালতকে অন্যটির রঙের বিরুদ্ধে একটি মামলার রঙ মেলানোর মাধ্যমে মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রলোভন এড়ানো উচিত। সুতরাং, একটি মামলা লাইনের কোন দিকে পড়বে তা নির্ধারণ করার জন্য, অন্য কেসের সাথে একটি বিস্তৃত সাদৃশ্য মোটেই সিদ্ধান্তমূলক হবে না।

৮. অতএব, বিদ্বান উকিল বলেন যে, বর্তমান মামলার তথ্য বিচারিক বিচারপতির দ্বারা বিবেচনা করা উচিত ছিল, বিশেষ করে পাল্টা দাবি করা অভিযোগ যে, একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রতারিত করার জন্য, যা ভারতের সংবিধানের ১২ নং. অনুচ্ছেদের অধীনে ছিল, আবেদনকারী চুক্তিটি বাতিল করে এবং প্রত্যাহার করে নেয়, যার ফলে সরকারী কোষাগারে বিশাল বোঝা পড়ে। কেএমডিএ-কে কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য অন্য ঠিকাদারকে নিযুক্ত করতে হয়েছিল যা একটি সরকারী প্রকল্প ছিল। প্রকল্পের যথাযথ সমাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীর কোষাগার থেকে প্রায় ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছিল।

৯. **হরেন্দ্র নাথ বর্মণ বনাম শ্রীমতী সুপ্রভা বর্মণ এবং অন্য** এ. আই. আর ১৯৮৯ ক্যাল ১২০-এ রিপোর্ট করা এ বিষয়ে প্রদত্ত রায়ের ১৫ অনুচ্ছেদে বিশ্বাস রাখা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের দ্বন্দ্বমূলক সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়েছে সমান শক্তির বেঞ্চগুলি এবং হাইকোর্টকে একে অপরের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হত, আদালতকে অবশ্যই সেই বেঞ্চটি অনুসরণ করতে হবে, যা তার মতে আইনের দিক থেকে আরও ভাল ছিল। সুতরাং, যে সিদ্ধান্তে এটি বলা

হয়েছিল যে প্রমাণের পর্যায়েও ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে পাল্টা দাবি গ্রহণ করা যেতে পারে, বর্তমান মামলার তথ্যে তা অনুসরণ করা উচিত ছিল। বিচারে অভিজ্ঞ বিচারক বর্তমান মামলার বিশেষ তথ্য ও পরিস্থিতিকে সম্বোধন না করে মাননীয়া শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তগুলি যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এস. কে. মাইসন অ্যান্ড অন্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অন্য, (২০০৯) ১ ক্যাল এলজে ৩৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস রাখা হয়েছিল, মহেশ গোবিন্দজি ত্রিবেদী বনাম বকুল মগনলাল ব্যাস এবং অন্যান্য- ২০২২ এসসিসি অনলাইন এসসি ১৩৯০-তে রিপোর্ট করা হয়েছিল, এর সিদ্ধান্তের উপর আরও নির্ভরতা রাখা হয়েছিল, যাতে প্রমাণ করা যায় যে নিয়ম বা পদ্ধতি তাদের মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে পক্ষগুলিকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে ন্যায়বিচারের অধীনে রাখার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। পাল্টা দাবিটি কেবলমাত্র লিখিত বিবৃতি দাখিলের কিছু সময় পরে উপস্থাপিত হওয়ার কারণে বিদ্বান আদালতের বিবেচনা থেকে সরানো যেত না। বিদ্বান বিচার বিচারকের মনে রাখা উচিত ছিল যে পাল্টা দাবি গ্রহণ করলে কার্যধারার বহুগুণ রোধ করা যায়, অশোক কুমার কালরা বনাম উইং সিডিআর সুরেন্দ্র অগ্নিহোত্রী এর সিদ্ধান্ত রিপোর্ট করেছেন (২০২০) ২ এস. সি. সি ৩৯৪, বর্তমান ক্ষেত্রে আটক হিসাবে কাজ করবে না।

১০. বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অভ্রজিৎ মিত্র এই আদেশকে সমর্থন করেন এবং বলেন যে পাল্টা দাবি দায়ের করতে বিলম্বের কোনও ব্যাখ্যা আবেদনে দেওয়া হয়নি। সেই বিষয়গুলি হতে পারে। যে কোনও পর্যায়ে এবং এমনকি রায় প্রদানের আগে তৈরি করা হয়েছে। এর সংশোধনী সমস্যাগুলি কোনওভাবেই বিচারের জন্য সময়কে পিছিয়ে দেবে না যা চলছে। মামলা পরিচালনার শুনানি ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিষয়গুলি

২১শে এপ্রিল, ২০২২-এ তৈরি করা হয়েছিল। একই দিনে, শেষ মামলা পরিচালনার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রমাণ নথী করার জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল। ৯ই জুন, ২০২২-এ, সাক্ষীদের ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। প্রমাণ শুরু হওয়ার দেড় মাস পরে, ১৩ই জুলাই, ২০২২-এ, পাল্টা দাবি দায়ের করা হয়েছিল যে বিলম্বের যথেষ্ট কারণ দেখানো হয়নি। প্রধান পরীক্ষা কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটি বাণিজ্যিক মামলায়, পক্ষগুলিকে তাদের আবেদন দায়ের করার ক্ষেত্রে আরও পরিশ্রমী এবং দ্রুত হতে হয়েছিল। পাল্টা দাবি দায়ের করার সীমাবদ্ধতার সময়কাল, এমনকি আইন দ্বারা নির্ধারিত না হলেও, সাধারণ মামলাগুলির ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুমোদিত সময়ের বাইরে বাড়ানো যেতে পারে না, অর্থাৎ, বিষয়গুলি তৈরি করার আগে।

১১. বিজ্ঞ উকিল বিজয় প্রকাশ জারাথ বনাম তেজ প্রকাশ জারাথের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন (২০১৬) ১১ এস. সি. সি ৮০০-তে রিপোর্ট করা। বিজ্ঞ উকিল অনুরোধ করেছিলেন যে বিলম্বিত পাল্টা দাবি দায়ের করতে মাননীয় শীর্ষ আদালত নিরুৎসাহিত করেছে। বিষয়গুলি তৈরি হওয়ার পরে এবং পি. ডব্লিউ-এর প্রমাণ প্রায় শেষ হওয়ার পরে পাল্টা দাবি দায়ের করা যায়নি। অশোক কুমার কালরা (সুপ্রা)-র সিদ্ধান্তের উপর আরও নির্ভরতা রাখা হয়েছিল, তাঁর এই যুক্তির সমর্থনে যে অত্যন্ত বিলম্বিত পাল্টা দাবি প্রত্যাখ্যান করা বিদ্বান বিচার বিচারকের বিবেচনার মধ্যে ছিল। বিলম্বিত পাল্টা দাবি গ্রহণ করার বিচক্ষণতা কেবল বিষয়গুলি গঠনের পর্যায় পর্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পর্যায়ের বাইরে পাল্টা দাবির অনুমতি দেওয়া কেবল বিচারকে দীর্ঘায়িত করবে না, বরং এর পক্ষে অর্জিত

অধিকারকেও পক্ষপাতভুক্ত করবে বাদী সময়ের সাথে সাথে। শুধুমাত্র খুব ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, কার্যধারার বহুগুণতা এবং কার্যকর পুনর্বিচারের পরিস্থিতি রোধ করার জন্য, আদালত যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ নথী করা শুরু না করে ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়গুলি গঠনের পরে পাল্টা দাবি গ্রহণ করতে পারে।

১২. সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবীদের বলা বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়। বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা নির্ধারিত নীতিটি হল যে বিষয়গুলি তৈরি করার আগে পাল্টা দাবি দায়ের করা উচিত। অত্যন্ত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, বিষয়গুলি তৈরি হওয়ার পরে পাল্টা দাবি দায়ের করা যেতে পারে, তবে প্রমাণ নথী করার আগে। আদালত বহু কার্যধারা এবং কার্যকর পুনর্বিচারের পরিস্থিতি এড়াতে বিলম্বিত পাল্টা দাবি গ্রহণ করে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে পারে। এই ধরনের শিথিলতা এই যুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে যে বিষয়গুলি তৈরি করা এবং প্রমাণ রেকর্ডিংয়ের মধ্যে মামলা খুব বেশি অগ্রসর হয় না। ১৯৭৬ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৮ বিধি ৬ এ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হল বহুবিধ কার্যধারা এড়ানো। পাল্টা দাবি দায়ের করার সময়সীমা আইনসভা দ্বারা স্পষ্টভাবে সরবরাহ করা হয়নি। বরং, পদক্ষেপের কারণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা প্রদান করা হয়েছে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৮ নিয়ম ৬ক। এর অর্থ এই নয় যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে যে কোনও সময় পাল্টা দাবি দায়ের করা যেতে পারে। পাল্টা দাবি একটি অভিযোগের প্রকৃতির। সাধারণত, এটি সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ এর অধীনে প্রদত্ত সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে হবে। পাল্টা দাবির ছদ্মবেশে একটি সময়-নিষিদ্ধ দাবি গ্রহণ করা যাবে না। যাইহোক, একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, কোনও বিবাদীকে বিষয়গুলি তৈরি হওয়ার পরে এবং মামলাটি যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়ে যাওয়ার পরে পাল্টা দাবি দায়ের করার অনুমতি দেওয়া যাবে না,

এমনকি এমন ক্ষেত্রেও যখন দাবিটি সময় নিষিদ্ধ নাও হতে পারে। যদি কোনও বিলম্বিত পাল্টা দাবি থাকে, এর কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই বিলম্ব গ্রহণ করা হয়, এটি ন্যায়বিচারের কারণকে পরাজিত করবে এবং বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ ঘোষণার উদ্দেশ্য ও কারণগুলির বিপরীতে ফলপ্রসূ হবে।

১৩. বিলম্বিত পাল্টা দাবি গ্রহণ করা হবে কিনা এবং এই ধরনের পাল্টা দাবির রক্ষণযোগ্যতাও নির্ধারণ করা হবে কিনা তা বিচক্ষণ বিচার আদালতের উপর ন্যস্ত। প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিবেচনার দ্বারা এই ধরনের বিচক্ষণতা সীমাবদ্ধ। একটি স্ট্রেইট জ্যাকেট সূত্র থাকতে পারে না। বরং, এমন অনেকগুলি কারণ রয়েছে যা বিলম্বিত পাল্টা দাবি গ্রহণ করার আগে দেখতে হবে এবং বিবেচনায় নিতে হবে। অশোক কুমার কালরা (উপরে)-র সিদ্ধান্তের ২১ অনুচ্ছেদে এই ধরনের কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যথা, (১) বিলম্বের সময়কাল, (১১) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা, (১১) বিলম্বের কারণ, (৪) বিবাদীর অধিকার দাবি, (৫) মূল মামলা ও পাল্টা দাবির মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণের সাদৃশ্য, (৬) নতুন মামলা মোকদ্দমার খরচ, (৬) প্রক্রিয়াটির অবিচার ও অপব্যবহার, (৬) বিপরীত পক্ষের প্রতি কুসংস্কার, (৬) প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি। এমনকি তাঁর লর্ডশিপ মোহন এম-এর ভিন্নমতের দৃষ্টিভঙ্গিতেও। শান্তনগৌদর বলেন, অত্যন্ত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং বহুবিধ কার্যধারা রোধ করার জন্য, আদালত বিষয়গুলি গঠনের পরে পাল্টা দাবি গ্রহণ করতে পারে, যতক্ষণ না আদালত প্রমাণ নথী করা শুরু করে। যদি এই সময়ের মধ্যে পাল্টা দাবি আনা হয়, তবে প্রয়োজন হলে আদালত একটি নতুন বিষয় তৈরি করতে পারে এবং প্রমাণ নথী করা যেতে পারে, উভয় পক্ষের অধিকারকে গুরুতরভাবে পক্ষপাতদুষ্ট না করে। তাঁর প্রভুত্ব বিবেচনা করার জন্য

বেশ কয়েকটি বিষয় নির্ধারণ করেছিলেন এবং বিলম্বিত পাল্টা দাবি দায়ের করার অনুমতি দেওয়ার সময় মনে রাখা। প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

৫৯.১. প্রথমত, আদালতকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে পাল্টা দাবি গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কারণে বা বাদীকে অনুমতি দেওয়ার কারণে কোনও অবিচার বা অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে না। অবশ্যই, যেমন আসামীর একটি পৃথক মামলায় তার পদক্ষেপের কারণ অনুসরণ করার বিকল্প থাকবে, বিবাদীর প্রতি পক্ষপাতের প্রশ্ন সাধারণত উত্থাপিত হবে না।

৫৯.২. দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচারের স্বার্থকে অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং কার্যপদ্ধতি মৌলিক ন্যায়বিচারের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়।

৫৯.৩. তৃতীয়ত, মামলাগুলির বহুগুণ হ্রাস করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং পাল্টা দাবির বিধানগুলির অন্তর্নিহিত দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা অবশ্যই যথাযথ বিবেচনা করা উচিত।

১৪. প্রচলিত এবং বিচারিকভাবে স্থাপিত আইনের নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে নিচে, এই আদালত অভিযুক্ত আদেশটি মোকাবেলা করতে এগিয়ে যায়। আবেদনটি হচ্ছে ২০২২ সালের আই. এ. নং. O৭, যা আবেদনকারী কর্তৃক পাল্টা দাবি গ্রহণের জন্য দায়ের করা হয়েছে নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"১. যে বাদী নং. ১ বাদীদের বিরুদ্ধে তার পাল্টা দাবি দায়ের করেছেন যেমন রেফারেন্সের অধীনে মামলা।

২. যে বাদী নং. ১ বাদী দাবির বিরুদ্ধে পাল্টা দাবি দায়ের করেছে এবং পাল্টা দাবির উপর সর্বোচ্চ আদালতের ফি ৫০,০০০/- টাকা সহ আবেদন করেছে এবং এই লার্নড কোর্টের কাছে এই পাল্টা দাবিটি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছে। বিবাদী নং. ১ আরও বলেছে যে যখনই লার্নড কোর্ট আবেদনকারীকে অ্যাডভোলর্ম দায়ের করার নির্দেশ দেবে তখন প্রয়োজনীয় আদালতের ফি তারা একই দিতে প্রস্তুত থাকবে। এই বিবাদী নং. ১ এই মামলায় পাল্টা দাবি করার জন্য অনুমতি দেওয়ার জন্য আরও প্রার্থনা করে এবং অনুমতি ছাড়াই এই অভিযুক্ত নং. ১-কে ক্ষতি এবং আঘাত ভোগ করতে হবে।

৩. এই আবেদনটি যথার্থ এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অতএব, এটি প্রার্থনা করা হয় যে আপনার সম্মান আজ এই প্রতিবাদী নং. ১ দ্বারা দায়ের করা পাল্টা দাবি গ্রহণের জন্য আদেশ পাস করতে এবং/অথবা যদি কোনও প্রয়োজন হয় এবং/অথবা আপনার সম্মান উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে হতে পারে এমন আরও আদেশ বা আদেশের জন্য সন্তুষ্ট হতে পারে তবে তাকে আদালতের অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে।

এবং এই দয়া আইনের জন্য আপনার আবেদনকারী কর্তব্যবদ্ধ হিসাবে প্রতিটি প্রার্থনা। "

১৫. এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে, উক্ত পাল্টা দাবি দায়ের করতে বিলম্বের কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি। স্বীকারযোগ্যভাবে, পাল্টা দাবিটি ১৩ই জুলাই, ২০২২-এ দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে লিখিত বিবৃতিটি ১৮ই জানুয়ারি, ২০২১-এ দায়ের করা হয়েছিল। লিখিত বিবৃতির ১২ নং. অনুচ্ছেদের শেষে, ১ নং. আসামীর যে অপূরণীয় ক্ষতি ও অসুবিধা হয়েছিল তা এড়ানো হয়েছে এবং যে বিবাদী ক্ষতির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ ছিল, তা দাবি করা হয়েছিল। ১ নং. বিবাদী আইন অনুসারে বাদীটির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারও সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

১৬. তবুও, শ্রী ব্যানার্জি বলেন যে আদালত আবেদনকারীকে ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পাল্টা দাবি দায়ের করার অনুমতি দিয়েছিল যখন লিখিত বিবৃতিটি গৃহীত হয়েছিল, এটি সঠিক নয়। লিখিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিক অংশটি সুবিধার জন্য নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

> "যে বিবাদী নং. ১ পাল্টা দাবি দায়ের করার অনুমতি চায় সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং হিসেব ক্রস চেক করার পরে। আরও বলা হয়েছে যে ছাড় চুক্তির শর্ত ৩২.৪.১-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাদীকে চুক্তি সমাপ্তির আগে বাদী নং. ১-কে ৯০ দিনের লিখিত নোটিশ দিতে হয়েছিল কিন্তু অবশেষে বাদী এই শর্তটিকে চরমভাবে অবহেলা করেছিলেন এবং অমান্য করেছিলেন এবং উক্ত ছাড় চুক্তির ধারা ৩২.৪.১-এ বর্ণিত শর্তাবলী লঙ্ঘন করে বাদী নং. ১-কে ৯০ দিনের নোটিশ দেননি, এইভাবে বাদী চুক্তি বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে একটি মেনে চলেননি, যা সমাপ্তির প্রক্রিয়ায় বাদী দ্বারা করা একটি গুরুতর ত্রুটি, তাই ১৩ই জুন, ২০১৯ তারিখের নোটিশটি আইন অনুসারে একটি ত্রুটিপূর্ণ নোটিশ এবং বাদী বর্তমান মামলায় দাবি করা কোনও ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী নন।

১৭. বিবাদী কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করার পরে পাল্টা দাবি দায়ের করার অধিকার সংরক্ষণ করে। বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাল্টা দাবি দায়ের করার জন্য বিবাদী নং. ১/আবেদনকারী-এর বাধ্যবাধকতা থেকে যায়, যদি না ব্যতিক্রমী কারণ এবং পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সাধারণত, সমস্যাগুলি গঠন করার আগেই

পাল্টা দাবি দায়ের করা উচিত ছিল। এমনকি বিষয়গুলি তৈরি হওয়ার পরেও, অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল, ২০২২-এ, পাল্টা দাবিটি বিলম্বের যথাযথ ব্যাখ্যা সহ দায়ের করা যেতে পারত, তবে প্রমাণ নথী করার আগে। এটি বিজ্ঞ বিচার বিচারকের দায়িত্ব ছিল যে তিনি মাননীয় আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন অনুসারে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করবেন।

১৮. এই মামলায় বিচারিক বিচারিক বিচারক বিভিন্ন তারিখে বেশ কয়েকটি আদেশ জারি করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবাদী আদালতে আবেদন করার এবং পাল্টা দাবি দায়ের করার জন্য আরও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেননি। ২১শে এপ্রিল, ২০২২-এ, বিষয়গুলি একটি পৃথক শীটে তৈরি করা হয়েছিল। বিবাদী পক্ষের বিদ্বান আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। একই দিনে, বাদীর পক্ষে সাক্ষীদের প্রমাণ নথী করার জন্য এবং তারপরে আদালতের সময়কালে আদালতের কনফারেন্স রুমে বিবাদীদের সাক্ষীদের প্রমাণ নথী করার জন্য বিদ্বান আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রতিটি পক্ষকে সরাসরি অভিজ্ঞ কমিশনারের কাছে ১৫,০০০/- টাকা প্রদান এবং রসিদ আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক পারিশ্রমিক প্রদানের পরে রিট জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জুনিয়র স্টেনো-টাইপিস্ট এবং অন্যান্যদের খরচ সহ বিদ্বান অ্যাটর্নি কমিশনারের ফি প্রতিদিন ৬,৫০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিদ্বান অ্যাটর্নি কমিশনারকে উভয় পক্ষকে নোটিশ দেওয়ার পরে এবং আদালতকে

অবহিত করার পরে প্রমাণের তারিখ নির্ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অ্যাটর্নি কমিশনারকে কোনও স্থগিতাদেশ না দিয়ে পরপর তারিখ নির্ধারণ করে উভয় পক্ষের প্রমাণ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রমাণ শেষ হওয়ার পরে ২০২২ সালের ২১ মে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উভয়ই পক্ষগুলিকে নির্ধারিত তারিখে তাদের সাক্ষীদের হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং বিজ্ঞ অ্যাটর্নি কমিশনার, শ্রী অনল কুমার ঘোষ কর্তৃক নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বিষয়গুলি একটি পৃথক শীটে তৈরি করা হয়েছিল। এরপরে, বিপরীত পক্ষ/বাদী দ্বারা দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১-এর সাথে পঠিত আদেশ ১৪ বিধি ৫-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। ৪ জুন, ২০২২-এর আদেশে, আবেদনটি ২০২২-এর আই. এ. নং. ৪ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। একই আদেশে, ১৬ জুন, ২০২২ প্রমাণ সম্পন্ন করার পরে সাক্ষী কমিশনারের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিপরীত পক্ষ/বাদী দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৬ বিধি ১৭-এর অধীনে আবেদন দায়ের করেছিলেন এবং ৯ জুন, ২০২২-এর আদেশে, আবেদনটি ২০২২-এর আই. এ. নং. ০৫ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। বাদী আদেশ ৭ বিধি ১৪ এবং আদেশ ১১ বিধি ১ (৫)-এর অধীনে দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১-এর সাথে পাঠ করে আরেকটি আবেদন দায়ের করেন। এটি ২০২২-এর আই. এ. হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। ৬ জুলাই, ২০২২-এ আদেশ পাস করা হয়েছিল যাতে বিদ্বান কমিশনারকে প্রমাণ সম্পন্ন করার পরে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আবার, বিপরীত পক্ষ/বাদী একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন যা ২০২২-এর আই. এ. নং. ০৮ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল ২০২২-এর আই. এ. নং. ০৬ হিসাবে আবেদন না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষী পদক্ষেপ স্থগিত রাখার জন্য।

১৯. বিপরীত পক্ষ/বাদীর দায়ের করা আবেদনগুলির বিচারাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে, মিঃ ব্যানার্জি যুক্তি দিয়েছিলেন যে মামলাটি যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেনি। বিদ্বান আদালতের পাল্টা দাবি গ্রহণ না করার কোনও কারণ নেই।

২০. এই আদালত শ্রী ব্যানার্জির এই যুক্তি গ্রহণ করে না। পাল্টা দাবি দায়ের করার সময়সীমা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের সময়, শীর্ষ আদালত এই নীতি নির্ধারণ করেনি যে একটি অভিযোগ সংশোধনের জন্য একটি আবেদনের বিচারাধীনতা, অন্যান্য বিচারাধীনতার নথি, ইত্যাদি পেশ করার জন্য অন্তর্বর্তী আবেদনগুলি পাল্টা দাবি দায়ের করার জন্য সময় বাড়ানোর জন্য ভাল যুগ ছিল। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, সংশোধনীর আবেদনগুলি কোনও

কার্যধারার প্রতিটি পর্যায়ে নেওয়া যেতে পারে, কিছু ব্যতিক্রম সহ। আদালতের বিবেচনার সাপেক্ষে যে কোনও পর্যায়ে সাক্ষীদেরও প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এখানে উপরে আলোচিত সিদ্ধান্তগুলিতে বর্ণিত নীতির উপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না, যে সময়ের মধ্যে পাল্টা দাবি দায়ের করা উচিত। এই ক্ষেত্রে, সাক্ষী ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল এবং পাঁচটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল।

২১. আদালত আরও নির্দেশ দেয় যে, বিজ্ঞ কমিশনারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারিখ নির্ধারণ করে সাক্ষীদের পদক্ষেপ সম্পন্ন করতে হবে। বাদী কর্তৃক দাখিল করা সংশোধনীর আবেদনটি ছিল মামলার ১ নং. বিবাদীর নাম "রিভারব্যাঙ্ক হোল্ডিংস লিমিটেড" থেকে "রিভারব্যাঙ্ক ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড"-এ সংশোধন করার জন্য। হাইকোর্টের "রিভারব্যাঙ্ক হোল্ডিংস লিমিটেড" এবং "রিভারব্যাঙ্ক ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেড"-কে একত্রিত করে "রিভারব্যাঙ্ক ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড" গঠন করার আদেশের ভিত্তিতে। এই পরিবর্তনটি অভিযোগ সংশোধন করে কারণ শিরোনামে বিবাদীদের সারিতে করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সংশোধনের আবেদনে আবেদনকারীর দায়ের করা আপত্তির ১১ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংশোধনের আবেদনটি দেওয়ানি কার্যবিধির শর্ত নং. ৬, বিধি ১৭-এর বিধানের অধীনে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আবেদনকারীর মতে, সংশোধনীটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কারণ বিচার শুরু হয়েছিল। আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদি সংশোধনীটি অনুমোদিত হয় তবে এটি কার্যত একটি *ডে নভো ট্রায়ালের* দিকে পরিচালিত করবে। সুতরাং, এর অবস্থান আবেদনকারী সংশোধনীর আবেদনের বিরোধিতা করার সময় বলেছিলেন যে বিচার শুরু হয়েছিল। দেওয়ানী

কার্যবিধির আদেশ ১৪ বিধি ৯৫-এর অধীনে আবেদনটি বিরোধী পক্ষ/বাদী ২০শে এপ্রিল, ২০২২-এ দায়ের করেছিলেন। একই বিষয়গুলি ইস্যু নং. ৬-এর পুনর্বিবেচনা এবং ইস্যু নং.৯ এবং ১০ মুছে ফেলার সাথে সম্পর্কিত। ইস্যু নং.৯ এবং ১০ এখানে নীচে দেওয়া হয়েছেঃ-

> ৯. যে ক্ষেত্রে বাদী উদ্দেশ্যমূলকভাবে উক্ত চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করে সময়ের মধ্যে মোট প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করেননি, সেই ক্ষেত্রে ছাড় চুক্তির ১৫.৪ ধারা অনুসারে প্রতিবাদী নং. ১ সাপ্তাহিক ক্ষতির অধিকারী কিনা?
>
> ১০. যখন প্রকল্পটির সম্পূর্ণ সমাপ্তি কনসেশনার দ্বারা করা হয়নি তখন কনসেশনারকে দাবির পরিমাণ প্রদান করতে প্রতিবাদী নং. ১ আদৌ দায়বদ্ধ কিনা? "

২২. ইস্যু নং. ৬ নিম্নরূপ পুনর্বিবেচনা করতে হবেঃ-

"চুক্তির শর্ত ৬.১ অনুসারে ফি বিজ্ঞপ্তি জারি না করে বিবাদী নং. ১ চুক্তি লঙ্ঘন করেছে কিনা।"

২৩. ইস্যু নং.৯ এবং ১০ মুছে ফেলার কারণ ছিল, যেহেতু বিবাদী নং. ১/আবেদনকারী ক্ষতির মাধ্যমে কোনও আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য তাদের পাল্টা দাবি দায়ের করেনি, তাই ইস্যু নং. ৯ আবেদনের আওতার বাইরে ছিল এবং বিতর্কিত বিষয় নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল না। ইস্যু নং. ১০ পূর্ব-অনুমান করা হয়েছিল যে বাদী প্রকল্পটি সম্পন্ন করেননি। উক্ত বিষয়টি ইস্যু নং. ৯-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এটি মুছে ফেলা উচিত।

২৪. আমার মতে, আইনটি ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। যে কোনও সময় বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে এবং বিচার আদালত এই ধরনের আবেদনের সিদ্ধান্ত নেয়নি। যাইহোক, রেকর্ড থেকে এটি স্পষ্ট যে বাদী 9 নম্বর ইস্যুটি স্ট্রাইক করার জন্য আদালতে যাওয়ার পরে পাল্টা দাবি দায়ের করা হয়েছিল যা ক্ষতিপূরণের জন্য বিবাদীর দাবির বিষয়ে ছিল। বাদীর যুক্তি ছিল যে বিবাদী কোনও পাল্টা দাবি দায়ের না করলে বিবাদী কোনও ক্ষতির অধিকারী কিনা সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। বিবাদী/আবেদনকারী দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১৪ নিয়ম ৫-এর

অধীনে উক্ত আবেদনের একটি অনুলিপি পাওয়ার পরে পাল্টা দাবি দায়ের করার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং লিখিত বিবৃতি দাখিলের দেড় বছর পরে পাল্টা দাবি দায়ের করেছিলেন, যখন প্রমাণ চলছে।

২৫. ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তত্ত্বাবধানের সাধারণ ক্ষমতার পরিধি সীমিত। এই আদালত বিদ্বান বিচার আদালতের আদেশে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, যেমন নীতির লঙ্ঘন ন্যায়বিচার, এখতিয়ারের ভুল প্রয়োগ এবং যখন কোনও আদেশ আইনের পরিপন্থী হয় বা খারাপ বিশ্বাসে পাস হয়। ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট কোনও আপিল সংস্থার লেন্সের মাধ্যমে বিদ্বান বিচার বিচারকের আদেশের বৈধতা পরীক্ষা করতে পারে না, তবে কেবল একটি তত্ত্বাবধায়ক আদালত হিসাবে। সাধনা লোধউভের বনাম জাতীয় বীমা সংস্থা লিমিটেড, (২০০৩) ৩ এসসিসি ৫২৪-এ রিপোর্ট করা, মাননীয় শীর্ষ আদালত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়ঃ-

> *৭. সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টগুলিকে প্রদত্ত তত্ত্বাবধায়ক এক্তিয়ার শুধুমাত্র এই দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ যে কোনও নিম্নমানের আদালত বা ট্রাইব্যুনাল তার মাপকাঠিগুলির মধ্যে অগ্রসর হয়েছে কিনা এবং রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট কোনও ত্রুটি সংশোধন করা হয়নি, আইনের ত্রুটি থেকে অনেক কম। সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট আপিল আদালত বা ট্রাইব্যুনাল হিসাবে কাজ করে না। সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যে প্রমাণের ভিত্তিতে আদেশটি পাস করেছে বা সিদ্ধান্তে আইনের ত্রুটিগুলি সংশোধন করেছে তা পর্যালোচনা বা পুনর্বিবেচনা করার অনুমতিও হাইকোর্টের কাছে অনুমোদিত নয়।*

মেসার্স পুরী ইনভেস্টমেন্টস বনাম মেসার্স ইয়ং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কোং এবং অন্যান্যদের সিদ্ধান্তে, ২০২২ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ২৮৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়ঃ-

"১৪.

****

আমরা সংশ্লিষ্ট কৌঁসুলির বলা বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং ফোরাম এবং হাইকোর্টের সিদ্ধান্তগুলিও দেখেছি। এই পর্যায়ে, আমরা বিরোধের প্রকৃত দিকগুলি পুনর্বিবেচনা করতে পারি না। এবং এর গুণমান মূল্যায়ন করার জন্য আমরা প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করতে পারি না, যা দুটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং ফোরাম দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে। প্রথম উদাহরণের ফোরামের দৃষ্টিভঙ্গিকে আপিল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিপরীত করা হয়েছিল। হাইকোর্ট ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এক্তিয়ারের সীমাবদ্ধ প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিল। আপিলের অধীনে রায়ে, এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে যে এটি আপিল ফোরামের সিদ্ধান্তকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারে না যা এটি আপিলের মতো বসেছিল। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ করার পরে এটি মতামত দিতে এগিয়ে যায় যে এটি তত্ত্বাবধায়ক আদালত এর কর্তব্য ছিল যদি এটি পাওয়া যায় যে আপিল ফোরামের ফলাফলগুলি বিকৃত ছিল। তিনটি পরিস্থিতি বানান করা হয়েছিল আপীলের অধীনে রায় কখন তথ্য বা আইনের প্রশ্নের উপর একটি অনুসন্ধান বিকৃত হবে। এগুলি হলঃ-

(i) বস্তুগত প্রমাণ বিবেচনা না করার কারণে ত্রুটিপূর্ণ, অথবা

(ii) এমন সিদ্ধান্ত যা প্রমাণের বিপরীত, বা (১১১) এমন অনুমানের উপর ভিত্তি করে যা আইনে অগ্রহণযোগ্য।

১৫. ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং ফোরামের সিদ্ধান্তে তত্ত্বাবধায়ক আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ সম্পর্কে হাইকোর্টের আইনের নীতিগুলির সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু সংবিধিবদ্ধ ফোরাম দ্বারা সত্য-সন্ধানের দুটি পর্যায়ের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, আমরা মনে করি যে তত্ত্বাবধায়ক আদালত এই সীমানা অতিক্রম করেছে। উপরোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে কোনওটি লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য প্রমাণ যাচাইয়ের অনুশীলনে, তত্ত্বাবধায়ক আদালত নিজেই প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করেছিল।

১৬. আমাদের মতে, উচ্চ আদালত ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে আপিলের অধীনে রায়ে চূড়ান্ত তথ্য-সন্ধানকারী ফোরামের সাথে দ্বিমত পোষণ করার জন্য বাস্তব ক্ষেত্রের গভীরে গিয়েছিল।

২৬. উপরে বর্ণিত তথ্য এবং ইতিমধ্যে আলোচিত আইনের ভিত্তিতে, এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে বিচারে যুক্ত মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আইনগুলি বিবেচনা করেছেন বিচারিক বিচারক। (২০০৩) ৭ এস. সি. সি ৩৫০-তে রিপোর্ট করা রমেশ চাঁদ অর্দাওয়াতি বনাম অনিল পাঞ্জওয়ানি এবং এ. আই. আর ২০০৭ এস. সি ১০-এ রিপোর্ট করা রোহিত সিং ও অনান্য বনাম বিহার রাজ্যের সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করে, বিচারে অভিজ্ঞ বিচারক খুঁজে পেয়েছেন যে সংশোধনের মাধ্যমে বা পরবর্তী আবেদনের মাধ্যমে পাল্টা দাবির অনুমতি দেওয়ার পরিণতি বিচারকে দীর্ঘায়িত করবে এবং অন্যথায় কার্যধারার মসৃণ প্রবাহকে জটিল করে তুলবে। পাল্টা দাবি গ্রহণের ফলে আদালতকে ইতিমধ্যে নেওয়া পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে মামলার অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটবে। আমার মতে, বিলম্বিত পাল্টা দাবি গ্রহণ করতে অস্বীকার করা আসামীকে পক্ষপাতদুষ্ট করেনি কারণ বিবাদী সর্বদা আইন অনুসারে মামলা দায়ের করার অধিকারী।

২৭. এসসিজি কন্ট্রাক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কে. এস. চামানকর ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এবং (২০০৩) ৭ এসসিসি ৩৫০-তে রিপোর্ট করা হয়েছে, বিদ্বান বিচার বিচারক রায় দিয়েছেন যে একটি বাণিজ্যিক মামলায় লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমা বাধ্যতামূলক এবং বিবাদী এই সময়ের পরে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার অধিকার হারায়, পাল্টা দাবি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে দায়ের করা উচিত ছিল। যদিও লিখিত বিবৃতিতে, বিবাদী নং. ১/আবেদনকারী পাল্টা দাবি দায়ের করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন, তবে পাল্টা দাবিটি অত্যধিক বিলম্বের পরে ১৩ জুলাই, ২০২২-এ দায়ের করা হয়েছিল। লিখিত বিবৃতিটি ১৮ জানুয়ারী, ২০২১-এ দায়ের করা হয়েছিল। বিজ্ঞ বিচার বিচারক নথী করেছেন যে প্রারথমিক জেরার হলফনামা ৯ই জুন, ২০২২-এ দায়ের করা হয়েছিল, পি. ডব্লিউ. ১ ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ জমা দিয়েছে। সুতরাং, এমনকি ব্যতিক্রম ধারা অনুসারেও পাল্টা দাবি দায়েরের বাইরের সীমা হবে ২০২২ সালের ৯ই জুন। অশোক কুমার কালরা (উপরে)-র সিদ্ধান্তটি বিতর্কিত আদেশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। তাঁর

প্রভুত্বের ভিন্নমত পোষণকারী দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারপতি শান্তনগৌদরকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন ছিল যে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে বাদীর প্রমাণ নথী করার শুরু হওয়া পর্যন্ত পাল্টা দাবি দায়ের করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং বাইরের সীমার পছন্দটি যথাযথভাবে সমাধানের প্রচার এবং বিরোধের চূড়ান্ততা প্রদান করা হবে। এরপর আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে, আবেদনকারীর দ্বারা কোনও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে কিনা যা আবেদনকারীকে পাল্টা দাবি গঠন করতে বাধা দিয়েছে। মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল ১৬ই অক্টোবর, ২০২০-এ। লিখিত বিবৃতিটি ১৮ই জানুয়ারি, ২০২১-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং পাল্টা দাবি দায়ের করা হয়েছিল ১৩ই জুলাই, ২০২২-এ। আদালত পাল্টা দাবি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য কোনও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি খুঁজে পায়নি। কেউই আবেদন করেনি।

২৮. বিজ্ঞ আদালতে বিবাদী পক্ষের যুক্তি যে অসাবধানতাবশত পদ্ধতিগত লাঠির কারণে পাল্টা দাবি দায়ের করা যায়নি কারণ বিবাদী একটি সরকারি সংস্থা, ২০২০ সালের এসএলপি (সি) ডায়েরি নং. ৯১২৭-তে মহামান্য শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিদ্বান বিচার বিচারক তা গ্রহণ করেননি। মহামান্য শীর্ষ আদালত এই বলে সন্তুষ্ট যে, যদি সরকারী যন্ত্রপাতি অদক্ষ হয় এবং সময়মতো আপিল ও পিটিশন দাখিল করতে অক্ষম হয়, তবে এর সমাধান হতে পারে আইনসভাকে তাদের চরম অযোগ্যতার কারণে সরকারী কর্তৃপক্ষের জন্য সীমাবদ্ধতার

সময়কাল বাড়ানোর ক্ষমতা প্রদান করা। যতক্ষণ না আইন 'বিদ্যমান' থাকে, আপিল/পিটিশন ইত্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়ের করতে হবে। বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট বলেছিল যে, ২০১৫ সালের বাণিজ্যিক আদালত আইন ঘোষণার পিছনে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে যদি প্রমাণ নথী করার সময় পাল্টা দাবি গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, পাল্টা দাবি গ্রহণের আবেদনে বিলম্ব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

২৯. এই পরিস্থিতিতে, এই আদালত অভিযুক্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পায় না। অভিযুক্ত আদেশটি বহাল রাখা হয়েছে কারণ এটি বস্তুগত প্রমাণ বিবেচনা না করার কারণে বা আইনের পরিপন্থী নয়। তত্ত্বাবধায়ক আদালত সত্য অনুসন্ধানের ফোরামের সাথে দ্বিমত পোষণ করার জন্য প্রকৃত ক্ষেত্রের আরও গভীর অনুসন্ধান করতে পারে না। আদালতকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব ছিল যে অত্যন্ত অনিবার্য কারণে, পাল্টা দাবি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে দায়ের করা যায়নি, যদিও লিখিত বিবৃতিটি ১৮ জানুয়ারী, ২০২১-এ দায়ের করা হয়েছিল। পাল্টা দাবি গ্রহণের জন্য আবেদনে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। নীচে আদালত যথাযথভাবে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছে এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনটি এইভাবে খারিজ করা হয়েছে। আবেদনকারী আইন অনুসারে মামলা দায়ের করার জন্য সর্বদা স্বাধীন।

৩০. খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ থাকবে না।

৩১. এই রায়ের সার্ভার অনুলিপির ভিত্তিতে দলগুলি কাজ করবে।

(বিচারপতি শম্পা সরকার)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly